সমকাল

তারিখ ... 22 NOV 2017
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 2

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে লিখিত পরীক্ষার প্রস্তাব

■ সাব্বির নেওয়াজ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে 'বহুনির্বাচনী প্রশ্নে'র (এমসিকিউ) বদলে লিখিত পরীক্ষা চালুর প্রস্তাব করেছে 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (ইউজিসি)। উচ্চশিক্ষার তত্ত্বাবধানকারী সরকারি এ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য (চ্যান্সেলর) ও রাষ্ট্রপতির কাছে এ বিষয়ে সুপারিশ করতে যাচ্ছে। ইউজিসির মতে, লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হলে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জালিয়াতি বন্ধে তা কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

দেশে বর্তমানে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে ৩৫টিতে। বাকি দুটি নতুন, এখনও সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়নি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে এমসিকিউ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। ১০০ নম্বরের এক ঘণ্টার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন ভর্তিচ্ছুরা। তবে নব্বই দশকের আগে সব বিশ্ববিদ্যালয়েই লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হতো।

এমসিকিউ বাতিলের পক্ষে ইউজিসি

সংশ্লিষ্টরা জানান, বর্তমান পদ্ধতির কারণে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি বাড়ছে। অসাধু, অর্থলোভী কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজশে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে মাত্র এক ঘণ্টার এই পরীক্ষায় ইলেকট্রনিক নানা ডিভাইস ব্যবহার করে বাইরে থেকে সঠিক উত্তর জানিয়ে দিচ্ছে জালিয়াতরা। তাই বহুনির্বাচনী প্রশ্ন পদ্ধতির পরিবর্তে আগের মতো লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা।

ইউজিসি গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ কমাতে ও সঠিক মেধা যাচাইয়ে সমন্বিত বা গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার সুপারিশও করে আসছে। তবে উপাচার্যদের অনীহার কারণে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান সমকালকে বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম ও জালিয়াতি বন্ধে ইউজিসি কাজ করছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জালিয়াতি বন্ধে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনে উপাচার্যরা একমত হয়েছেন। তাদের মতামত নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করা হবে।

অধ্যাপক আবদুল মান্নান জানান, গত বছর বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে দেওয়ার সময় তিনি সমন্বিত পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার পক্ষে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা একমত না হওয়ায় এবারও তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। তবে আগামী বছর থেকে বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিতে সম্মত হয়েছেন। সমন্বিত বা গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করতে শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে সভা হবে। একই ধরনের শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি মাত্র ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে গুচ্ছ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে সব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি, সব প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করছে। এতে করে ভর্তিচ্ছুদের মেধার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না। শিক্ষার্থীরাও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এসব সমস্যা দূর করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতি বছরই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ডিজিটাল জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন পদ্ধতি হওয়ায় খুব সহজেই প্রযুক্তির মাধ্যমে পরীক্ষা চলার সময় বাইরে থেকে পরীক্ষার্থীদের উত্তর সরবরাহ করা হয়। এতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। উচ্চশিক্ষায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। প্রশ্নপত্র নিয়েও দেখা দিচ্ছে নানা বিতর্ক। গত ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

অনুষদের 'আই' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ৭৬ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়, 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম কী?' প্রশ্নটির চারটি বিকল্প উত্তর হিসেবে দেওয়া হয়েছে– পবিত্র কোরআন শরীফ, পবিত্র বাইবেল, পবিত্র ইঞ্জিল শরীফ ও গীতা। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। প্রতিবছরই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের বিতর্কিত প্রশ্ন ভর্তি পরীক্ষায় করা হয়। এসব কারণে এমসিকিউ পদ্ধতি বাতিল করে আগের মতো লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার সুপারিশ তৈরি করেছে ইউজিসি।

ইউজিসির উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান সমকালকে বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি বন্ধে ওপেন বুক পরীক্ষা পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে চালু রয়েছে। আমাদের দেশেও এ পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। সমন্বিত ভর্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় ত্রুটির কারণে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছার বাইরে ভিন্ন বিষয়ে পড়তে হচ্ছে। শিক্ষার্থীকে জোর করে পড়িয়ে তার কাছে ভালো কিছু আশা করা যায় না। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মীজানুর রহমান সমকালকে বলেন, লিখিত পরীক্ষায় নম্বর কম-বেশি দেওয়ার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এমসিকিউ পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। এ পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ। এভাবে পরীক্ষা নেওয়ার কোনো মানে নেই। মেডিকেলের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা না নিয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, সাধারণ পাবলিক, প্রযুক্তি ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনটি গুচ্ছে ভাগ করে ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য দৌড়ঝাঁপ বন্ধ হবে, অভিভাবকদের অর্থের সাশ্রয় হবে।

উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতি বছর ইউজিসি সব বিশ্ববিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করে বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে তা ছাপানো হচ্ছে। আগামী মাসে (ডিসেম্বরে) প্রতিবেদনটি রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করা হবে।

এবারের ইউজিসি প্রতিবেদনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট গুণগত শিক্ষার প্রধান অন্তরায় অভিহিত করে রাষ্ট্রপতির কাছে বেশ কয়েকটি সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলো হলো– শিক্ষকরা ছুটি নিলে বা শিক্ষক সংকট দেখা দিলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের দিয়ে সেখানে পাঠদানের ব্যবস্থা করা; দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের লেকচার বা ক্লাসের পাঠদান মাল্টিমিডিয়া পদ্ধতিতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করা; ইউনিভার্সিটি ডিজিটাল লাইব্রেরির (ইউডিএল) মাধ্যমে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযোগ স্থাপন করা এবং ই-জার্নাল ও ই-বুক প্রযুক্তি সহজ করা। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষক সংকট থাকায় এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে।